চুয়াডাঙ্গায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্যাশিয়ারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের মাধ্যমে কোটি টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগ উঠেছে চুয়াডাঙ্গা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্যাশিয়ার উজ্জল বড়ুয়ার বিরুদ্ধে।

ফলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী বরাবর লিখিত আবেদন করেন কক্সবাজার জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মোস্তাফিজুর রহমান। ২০১৭ সালে কক্সবাজার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর কার্যালয়ে যোগদান করেন উজ্জ্বল বড়ুয়া। এ সময় তিনি বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন তিনি।

প্রধান প্রকৌশলী বরাবর লিখিত আবেদনে উল্লেখ করা হয়, চুয়াডাঙ্গা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কার্যালয়ের ক্যাশিয়ার উজ্জল বড়ুয়া ২০১৭ সালে কক্সবাজার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর কার্যালয়ে অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে যোগদান করেন। যোগদানের পর থেকেই বিভিন্ন দুর্নীতি ও অপকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন তিনি।

কক্সবাজার জেলা শ্রমিক লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক উজ্জল বড়ুয়া ছিলেন বাংলাদেশ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের কক্সবাজার জেলার সাধারণ সম্পাদক। এই পদ ব্যবহার করেই অনিয়ম-দুর্নীতিতে লিপ্ত ছিলেন তিনি। ফলে একজন অফিস সহকারী হয়ে বিপুল সম্পদের মালিক বনে যান তিনি।

লিখিত আবেদনে আরও বলা হয়, কক্সবাজার জেলায় কর্মরত অবস্থায় বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে ঠিকাদারের ইট, বালি ও সিমেন্ট সাপ্লায়ার হিসাবে পরিচিত ছিলেন তিনি। একইসঙ্গে উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত মালামাল ল্যাবরেটরী টেষ্টে পাঠালে সরকারি হিসাবের চাইতে অধিক টাকা দাবী করতেন উজ্জল বড়ুয়া। দাবীকৃত টাকা না দিলে করতেন না ল্যাবরেটরী টেষ্ট। এছাড়াও টেষ্টে পাঠানো মালামাল ফেরত আসার পর ঠিকাদারদের বুঝিয়ে না দিয়ে সেগুলো তিনি নিয়ে নিতেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিষ্টার বিপ্লব বড়ুয়ার আস্থাভাজন হিসেবে পরিচিত ছিলেন উজ্জল বড়ুয়া। তার পদোন্নতিতে সুপারিশ করেন নির্বাচন কমিশন সচিব হেলাল উদ্দিন। বিপ্লব বড়ুয়া ও হেলাল উদ্দিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জেরে এবং সেই সুবাদে ক্ষমতার অপব্যবহার করে রাতারাতি অফিস সহকারী থেকে ক্যাশিয়ার পদে পদোন্নতি হয় তার। উজ্জল বড়ুয়ার দাপটে সাধারণ ঠিকাদার থেকে শুরু করে নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যন্ত কেউ তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলার সাহস পেত না। হেলাল উদ্দিন সহ আওয়ামীলীগ ফ্যাসিষ্ট সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের ক্ষমতাশালী নেতার মাধ্যমে কক্সবাজারে দুর্নীতি পাহাড় গড়ে তুলেন উজ্জল বড়ুয়া।

উজ্জল বড়ুয়া চাকরীতে প্রবেশের জন্য ঘুষ দিতে গিয়ে পূর্বে চাকরীতে কর্মরত থাকা “কালব” এনজিও’র নয় লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেন। পরবর্তীতে ওই এনজিও তার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে মামলা করেন।

উজ্জল বড়ুয়া ২০১৭ সালে চাকুরিতে যোগদানের আগে ঝুপড়ি ঘরে বসবাস করলেও বর্তমানে তিনি বিলাসবহুল দ্বী-তল বিশিষ্ট ভবনের মালিক। এছাড়া তিনটি ট্রাক, একটি সিনজি, দুইটি দোকানসহ নামে-বেনামে বিপুল অর্থ বিত্ত গড়েছেন উজ্জল।

বিপুল অর্থ সম্পদের মালিক হওয়ার পর উজ্জল বড়ুয়া তার বোন ও আত্মীয় স্বজনদেরকে মারধর করেন। মারধরের ঘটনায় উজ্জলের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে অভিযোগে।

উজ্জল বড়ুয়ার এসব অপকর্মের কারণে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় সাধারণ জনগণ। তদন্ত করে তার এসব দুর্নীতির বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান তারা।

এ বিষয়ে উজ্জল বড়ুয়ার মোবাইলে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি। ফলে তার বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি।

চুয়াডাঙ্গায় ড্রিম জাপান প্রতিষ্ঠানের শীর্ষক সেমিনার

চুয়াডাঙ্গায় জাপানে উচ্চ শিক্ষা চাকুরি এবং স্থায়ী বসবাসের সুযোগে শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকাল ১১ টায় চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সেমিনার রুমে ড্রিম জাপান স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি আয়োজনে জাপানে উচ্চ শিক্ষা সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

শীর্ষক সেমিনারের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন হাফেজ রিয়াজুর রহমান রিদয়।এই শীর্ষক সেমিনারটি ড্রিম জাপান স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে জাপানে উচ্চ শিক্ষা চাকুরি এবং স্থায়ী বসবাসের সুযোগের সুবিধা এবং চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

শীর্ষক সেমিনারে স্বাগত বক্তব্যে ড্রিম জাপান স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি এর স্বত্বাধিকারী মুন্সি বিপ্লব বলেন,জাপানে অনেকের পড়ালেখা বা চাকরির সুযোগ এবং স্থায়ী বসবাসের সুযোগ থাকলেও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। অনেকের মেধা এবং যোগ্যতা থাকা সত্বেও সঠিক মাধ্যমে না জানার কারণে আমরা এগিয়ে যেতে পারি না।ড্রিম জাপান স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠান সেই সকল মানুষদের জন্য সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে। এ সকল প্রক্রিয়া কিভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে সেটির দিকনির্দেশনা আমরা ড্রিম জাপান প্রতিষ্ঠানের সকল কোর্সের মাধ্যমে দিব।

শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াত ইসলামের আমির ও কেন্দ্রীয় সুরা সদস্য রুহুল আমিন। এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আমরা যে কাজ বা কর্মে যুক্ত থাকি না কেন সেটি হতে হবে হালাল। হালাল পথে উপার্জনকারী কে আল্লাহ পছন্দ করেন। যার মেধা আছে দক্ষতা আছে সেগুলো সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে হবে। সর্বত্র আমাদের আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী হতে হবে। সৎ এবং সত্যের পথে থেকে জীবন পরিচালনা করতে হবে। এ সময় তিনি ড্রিম জাপানের স্বত্বিকারীকে চুয়াডাঙ্গার মানুষের জন্য কাজ করাই ধন্যবাদ দেন এবং ড্রিম জাপানের সফলতা কামনা করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে অনলাইনে যুক্ত হন জাপানের ইন্টারন্যাশনাল

বুদো ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আকিকো কুদো। গ্রান্ড ওপেনিং এর সকল উপস্থিতিদের তিনি স্বাগত জানান এবং জাপানের এই কোর্সের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর খন্দকার রোকনুজ্জামান, জীবননগর ডিগ্রি কলেজের প্রফেসর সাইফুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা ডিগ্রি কলেজের প্রফেসর আব্দুল মালক,চুয়াডাঙ্গা আলিয়া মাদরাসার প্রভাষক আবু জায়েদ আনসারি সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষার্থী ও ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১৬ বছর পর পিলখানা মামলার আসামি তৌহিদ ও শাকিল ফিরলেন বাড়ি

আলোচিত পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দীর্ঘ ১৬ বছর কারাভোগের পর চুয়াডাঙ্গার দর্শনার দুই বিডিআর সদস্য তৌহিদ হোসেন ফকির ও শাকিল নিজ নিজ বাড়িতে ফিরেছেন।

দর্শনা থানার পারকষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের বড়বলদিয়া বাজারপাড়ার আব্দুস সালাম ফকিরের ছেলে তৌহিদ হোসেন ফকির এবং দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের সুবুলপুর গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে শাকিল গত ২৩ জানুয়ারি জামিন পেলেও দুদিন পর ২৫ জানুয়ারি (শনিবার) বাড়ি ফেরেন।

২০০৬ সালে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফেরাতে বিডিআরে যোগ দিয়েছিলেন তৌহিদ। কিন্তু ২০০৯ সালের পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তিনি ও শাকিল আসামি হয়ে চাকরিচ্যুত হন এবং কারাগারে পাঠানো হয়। তৌহিদ জানান, ঘটনার সময় তিনি ব্যারাকেই ছিলেন, তবুও তাকে আসামি করা হয়।

দীর্ঘ ১৬ বছর পর তৌহিদ ও শাকিল বাড়ি ফিরলে তাদের দেখতে ভিড় জমায় স্থানীয়রা। পরিবারের সদস্যরা আবেগাপ্লুত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

তৌহিদের বাবা-মা বলেন, “আমাদের সন্তানকে ফিরে পেয়েছি, এটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া। তবে তাদের সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে। আমরা মামলা প্রত্যাহার ও ক্ষতিপূরণের দাবি জানাই।”

তৌহিদের স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছেন, আর শাকিল এখনো অবিবাহিত। তিনি বলেন, “ছুটিতে এসে বিয়ে করার কথা ছিল, কিন্তু ভাগ্য সহায় হয়নি।”

বিডিআর তৌহিদ বলেন, “পিলখানার ঘটনার সময় ব্যারাকে থাকলেও আমাকে আসামি করা হয় এবং চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয়। আমি চাকরি পুনর্বহাল, মামলা থেকে অব্যাহতি ও ১৬ বছরের পাওনা প্রদানের দাবি জানাই।”

তিনি আরও বলেন, “আমি বাংলাদেশ বিডিআরের হয়ে বক্সিংয়ে স্বর্ণপদক ও বাংলাদেশ অলিম্পিক গেমসে ব্রোঞ্জপদক অর্জন করেছি। তিন বছরের চাকরিজীবনে আমি ল্যান্স নায়েক পদে পদোন্নতি পেয়েছিলাম।”

বিডিআর শাকিল বলেন, “ছাত্র আন্দোলনের কারণে আমরা মুক্তি পেয়েছি, তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। পাশাপাশি সরকার যেন আমাদের চাকরি পুনর্বহাল করে এবং ন্যায়বিচার দেয়, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।”

চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে দিনব্যাপী কর্মশালা

চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা বিএনপির নেতাকর্মীদের নিয়ে দিনব্যাপী জনসম্পৃক্তি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় চুয়াডাঙ্গা শহরের শাহেদ গার্ডেনে বিএনপির কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ বিষয়ক কমিটির উদ্যোগে এই কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

কর্মশালার মূল বিষয় ছিল “আগামী রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা

কর্মসূচি” নিয়ে আলোচনা ও প্রশিক্ষণ।

কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু। প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যোগ দেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

প্রধান অতিথি তারেক রহমান কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৩১ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নে দলের নেতাকর্মীদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন।

কর্মশালাটি পরিচালনা করেন বিএনপির সহ-গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আনিসুর রহমান তালুকদার খোকন। এতে আরও বক্তব্য রাখেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ড. মাহদী আমিন, কেন্দ্রীয় ত্রাণ ও পুনর্বাসন সম্পাদক অ্যাড. নেওয়া হালিমা আরলী, স্থানীয় সরকার বিষয়ক সম্পাদক শাম্মী আক্তার, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি কাজী রওনকুল ইসলাম শ্রাবণ, মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাবেদ মাসুদ মিল্টন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য সচিব এড. কামরুল হাসান।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল হক, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মারুফ আহমেদ বিজন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইনসারুল হক ইনসু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হক, সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, ছাত্রদলের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজি, সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লবসহ চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা বিএনপি এবং অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

বক্তারা আশা প্রকাশ করেন যে, এ ধরনের কর্মশালা দলের জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করবে এবং ৩১ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা রুটে ছাত্রদের বাসভাড়া অর্ধেক

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কে সপ্তাহে পাঁচ দিন শিক্ষার্থীদের জন্য বাসভাড়া অর্ধেক নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবহন মালিকদের তিনটি সংগঠন।

মেহেরপুর আন্ত:জেলা বাস ও মিনিবাস সমিতি কর্তৃক পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। আজ হস্পতিবার সকাল থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মেহেরপুর জেলার মধ্যে চলাচলরত সব লোকাল বাসে সকাল ৭টা-সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সব স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সরকার নির্ধারিত ভাড়ার অর্ধেক ভাড়ায় চলাচল করতে পারবেন। তবে এ সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বৈধ পরিচয়পত্র দেখাতে হবে অথবা বিদ্যালয়ের নির্ধারিত ইউনিফর্ম থাকতে হবে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকাকালীন সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে না।

বিজ্ঞপ্তিতে মেহেরপুর আন্ত:জেলা বাস ও মিনিবাস মালিক সমিতির সড়ক সম্পাদক মো: খলিলুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো: নুরুল ইসলাম (বাবলু) বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন মেহেরপুর জেলা কমিটির আহবায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ, সদস্য সচীব মো: মুজাহিদুল ইসলাম স্বাক্ষর করেন।

এর আগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে ৪ নভেম্বর মেহেরপুর পরিবহন সংশ্লিষ্ট তিনটি সংগঠনের নেতাদের যৌথ সভা হয়। এরপর সর্বসম্মতিক্রমে গত মঙ্গলবার বাস মিনিবাস কোচ মালিক সমিতির নেতাদের চূড়ান্ত সভায় অর্ধেক ভাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এখন থেকে মেহেরপুর থেকে গাংনীর ভাড়া ৩১ টাকার পরিবর্তে ১৫ টাকা,

মেহেরপুর থেকে বামন্দীর ভাড়া ৪৯ টাকার পরিবর্তে ২৫ টাকা, মেহেরপুর থেকে খলিশাকুন্ডি ঘাট ৬৫ টাকার পরিবর্তে ৩৫ টাকা, মেহেরপুর থেকে আমলার ভাড়া ৭৬ টাকার পরিবর্তে ৪০ টাকা, মেহেরপুর থেকে মিরপুর পর্যন্ত ৯৮ টাকার পরিবর্তে ৫০ টাকা ও মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত ১২৮ টাকার পরিবর্তে ৬৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এছাড়া মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা রোডে মেহেরপুর থেকে আমঝুপি পর্যন্ত ১৪ টাকার পরিবর্তে ১০ টাকা, মেহেরপুর থেকে বারাদী পর্যন্ত ২৭ টাকার পরিবর্তে ১৫ টাকা, মেহেরপুর থেকে গোকুলখালি পর্যন্ত ৪১ টাকার পরিবর্তে ২০ টাকা ও মেহেরপুর থেকে চুয়াডাঙ্গা পর্যন্ত ৬১ টাকার পরিবর্তে ৩৫ টাকা নির্ধারিত করা হয়েছে।

মেহেরপুর আন্ত:জেলা বাস ও মিনিবাস মালিক সমিতির সড়ক সম্পাদক মো: খলিলুর রহমান জানান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখা কমিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠকের পর এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত জেলার মধ্যে এই সুবিধা অব্যাহত থাকবে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্যসচিব মুজাহিদুর রহমান জানান, আগস্ট মাস থেকে এই দাবি তোলা হয়েছিল। অবশেষে কার্যকর হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা যাতে শর্তগুলো মেনে যাতায়াত করেন, সে ব্যাপারে সবার সহযোগিতা চান তিনি।

চুয়াডাঙ্গায় ডিসির মোবাইল নম্বর হ্যাক, টাকা চাইলো প্রতারক

চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক (ডিসি) জহিরুল ইসলামের অফিসিয়াল মোবাইল নম্বরটি হ্যাক হয়েছে। এই নম্বর থেকে মঙ্গলবার সকাল ১০ টা ৫৮ মিনিটে হোয়াইটস আ্যাপে ম্যাসেজ আসে আর্জেন্ট ১৫ হাজার টাকা লাগবে এখন এই নাম্বারে পাঠায় দিয়েন ০১৬২৩ ৬৯২৬৯১ বিকাশ

পার্সোনাল।

বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক। পাশাপাশি এ ব্যাপারে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, খুব দ্রুতই ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। কেউ যেন ভুল করে কোনো প্রতারকের খপ্পরে না পড়েন। কেউ যেন উল্লেখিত নম্বরে কোনো টাকা লেনদেন না করেন।

এ ব্যাপারে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মহিউদ্দিন একাডেমির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও পুরস্কার বিতরণী

আলমডাঙ্গার কামালপুর (চরপাড়া) মহিউদ্দিন একাডেমির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকাল ৩ টার দিকে প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম বলেন,আমি ভেবেছি, আমি যদি এখানে এসে একটু অনুপ্রেরণা দিতে পারি, আমি মনে করির এটা আমার একটা দ্বায়িত্ব। যে এখানে আসলাম উনাকে সাপোর্ট দিলাম,উনার প্রতিষ্ঠানটি এগিয়ে যাক,এতে উনি মনোবল পাবে। উনি অন্তত এই টুকু ভাববে যে একটা মহান উদ্দেশ্যে নিয়ে কাজটা শুরু করেছি, আমি তো সকলের সহযোগিতা পাচ্ছি। আমি শুধু এই জিনিনটা, দেখানোর জন্যই এখানে আসছি। আর যদি কোন অজুহাতে অথবা কোন ব্যস্ততার কারণে না আসতাম, তিনি হয়তো ভাবতো যে, আমি একটা পজেটিভ চিন্তা করি কিন্ত দেশতো আমাকে সামনে এগিয়ে দিচ্ছে না।

প্রশাসন আসছে না,লোকজন আসছে না। আমি কিভাবে আগাবো। উনি বক্তব্যে বলেছেন এই প্রতিষ্ঠান আপনাদের। এটা কিন্তু একটা সত্য কথা তিনি বলেছেন। একটা প্রতিষ্ঠান উনি করে দিতে পারবেন। কিন্ত ম্যানেজমেন্ট পরিচালনা পরে সামনের দিকে নিতে গেলে আপনাদের সকলের সহযোগিতা ছাড়া এ প্রতিষ্ঠান এগুবে না।

জেলা প্রশাসক আরো বলেন, এই প্রতিষ্ঠানের মূল উপকারভোগী কিন্ত আপনারাই হবেন। এখানে এতোগুলো বাচ্চা যখন কোরআন তেলোয়াত করবে এর আওয়াজ কি আপনারা শুনবেন না? অবশ্যই শুনবেন। এর রহমত,এর ছোঁয়া কিন্ত আপনার অব্শ্যই পাবেন।

মহিউদ্দিন একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা মো: মহিউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার গোলাম মওলা, আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহা: মেহেদী ইসলাম, সহকারি কমিশনার ভূমি আশিষ কুমার বোস, চুয়াডাঙ্গার, ফাস্ট ক্যাপিটাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, মহিউদ্দিন একাডেমির সহ-সভাপতি জনির উদ্দিন, মহিউদ্দিন একাডেমির প্রিন্সিপাল রাকিবুল ইসলাম, অভিভাবক সদস্য হাজী আহম্মদ আলী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রতিষ্ঠানের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক মো: মফিজুল ইসলাম।

চুয়াডাঙ্গায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, শীতজনিত রোগে ভিড় হাসপাতালে

চুয়াডাঙ্গায় আবারও শীতের দাপট শুরু হয়েছে, এবং এই জেলায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় তাপমাত্রা ৯ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বাতাসের আদ্রতা ছিল ৯৫ শতাংশ।

গত কয়েকদিনে দিনের তাপমাত্রা বেড়ে গরম অনুভূত হলেও রাতের তাপমাত্রা কমে শীতের তীব্রতা বেড়েছে, যার ফলে চুয়াডাঙ্গায় শীতজনিত রোগের প্রকোপ বাড়েছে। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের বর্হিবিভাগে রোগীর চাপ বেশি। অধিকাংশ রোগী ঠান্ডা, সর্দি-জ্বরে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নিতে আসছেন।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের সিনিয়র পর্যবেক্ষক রকিবুল হাসান জানিয়েছেন, সকাল ৯টায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে।

শীতের তীব্রতা উপেক্ষা করে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে জরুরি কাজের জন্য বাইরে বের হতে হচ্ছে। বিশেষ করে হাটবাজারের শ্রমিক ও কৃষি শ্রমিকদের শীতের কারণে বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। কাজের সন্ধানে শহরে আসা অনেকেই কাজ পাচ্ছেন না, এবং শীত উপেক্ষা করে রিকশা-ভ্যান চালকরাও পর্যাপ্ত যাত্রী পাচ্ছেন না।

দামুড়হুদায় জাতীয় সমাজসেবা দিবস পালিত

দামুড়হুদায় জাতীয় সমাজ সেবা দিবস উপলক্ষে র্যালী, মুক্ত আড্ডা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২ রা জানুয়ারি) সকাল ১০ টায় “নেই পাশে কেউ যার সমাজসেবা আছে তার ” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে উপজেলা প্রশাসন, সমাজসেবা কার্যালয় ও সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের যৌথ আয়োজনে পরিষদ চত্বর থেকে প্রথমে র্যালী বের হয় পরবর্তীতে পরিষদের সভাকক্ষে ওয়াকাথন ও কল্যাণ রাষ্ট্র বিনির্মাণ বিষয়ক মুক্ত আড্ডা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা তোফাজ্জেল হকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মমতাজ মহল।

এসময় তিনি বলেন সমাজসেবা বিষয় প্রতিটি মানুষের জীবনের সাথে জড়িত, বিশেষ করে সমাজের অসহায় দরিদ্র শ্রেনীর মানুষ গুলো সমাজসেবা কার্যালয় থেকে সুবিধা নিয়ে থাকে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সমাজের বিধবা, প্রতিবন্ধী, বয়স্ক মানুষের, জটিল রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যাক্তিকে সহযোগিতাসহ প্রায় ৫৩ প্রকার ভ্রাতা সরকার দিচ্ছে। সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে মূলস্রোতে আনার জন্য আমরা ভিক্ষুক মুক্ত করার চেষ্টা করেছি তাদের গবাদিপশু প্রদান, দোকান করে দেওয়া হয়েছে, ভ্যান কিনে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু উপকার ভোগীরা এগুলো গ্রহণ করে পরবর্তীতে বিভিন্ন ভাবে বিক্রি করে দিয়ে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে। উপকার ভোগীদের অবশ্যই মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। যাতে আমরা সমাজ সেবা কার্যালয় থেকে সহযোগিতা নিয়ে নিজেদের উন্নয়ন করতে পারি সেই চিন্তা চেতনা তৈরি করতে হবে। মানুষ বিধবা নয় বিধবা সেজে যাচ্ছে, প্রতিবন্ধী নয় সেজে যাচ্ছে, রোগী নয় সেজে যাচ্ছে এগুলো করা যাবে না।

উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা হারুন অর রশীদের সঞ্চালায় এসময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আল সাবাহ্, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজোহা পলাশ, শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসান, মৎস কর্মকর্তা ফারুক মহলদার, আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাজিদ, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা গোলাম রসূল, মাওলানা কামরুজ্জামান, এনজিও কারিতাস প্রতিনিধি বাপ্পা মন্ডল, সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সমাজসেবা কার্যালয়ের সুবিধা ভোগী ব্যাক্তিবর্গসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ।

দামুড়হুদায় সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভা

দামুড়হুদায় সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল ১১টার সময় উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা মমতাজ মহল বলেন আমরা কৃষি

প্রধান দেশের মানুষ, কৃষিই দেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি, প্রায় দুই থেকে আড়াই কোটি কৃষি পরিবারের দেশ আমাদের। কৃষি আমাদের প্রধান পেশা। কৃষকরা আমাদের অন্ন ও বস্ত্র যোগায়। কৃষক ও কৃষিকাজ চাষ আবাদের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ যেমন সার, বীজ, বালাই নাশক এবং কৃষি আধুনিক ও যান্ত্রিক করণের জন্য সরকার হাজার হাজার কোটি টাকা ভূর্তকী দিচ্ছে। সুতরাং কৃষকরা যেন আমাদের দ্বারা কোন ভাবে হয়রানি ও অবহেলার স্বীকার না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।
সভায় প্রতিটি বিসিআইসি ও বিএডিসি সার ডিলার পয়েন্টে সরকার নির্ধারিত মূল্য তালিকা টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে। সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বীজ ও বালাইনাশক বিক্রয় করা যাবে না এবং কৃষি উপকরণ বিক্রি করার সময় কৃষকদের ক্যাশ মেমো প্রদান মর্মে কার্যকরণ গ্রীহিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সদস্য সচিব উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার, সদস্য মৎস্য কর্মকর্তা ফারুক মহলদার, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা গোলাম রসূল, উপজেলা বিসিআইসি সার ডিলার কমিটির সভাপতি জগবন্ধু বসু, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, উপজেলা বিএডিসি সার ডিলার কমিটির সভাপতি আজিজুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আবুজার গিফারীসহ উপজেলার সকল বিসিআইসি ও বিএডিসি সার ডিলার ও তাদের প্রতিনিধিবৃন্দ।